গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

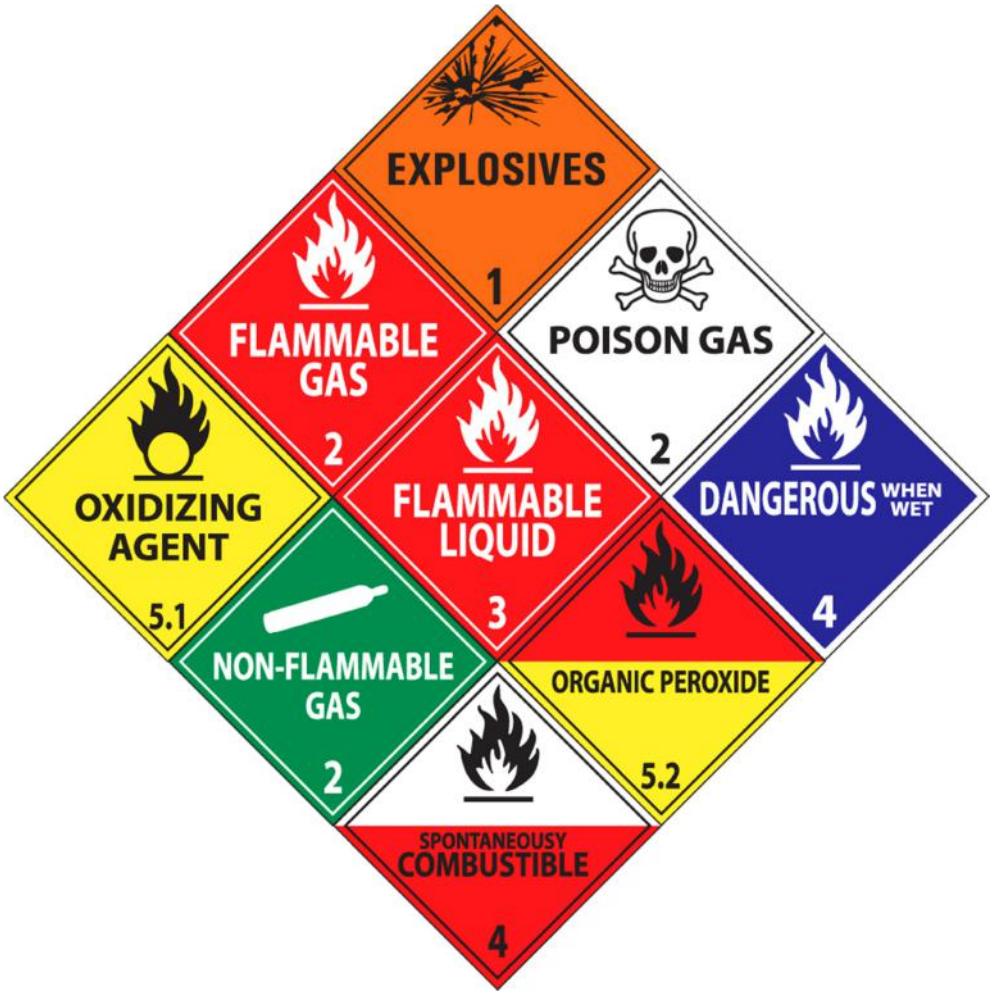

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০-২০২১

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.explosives.gov.bd
ই-মেইল: dhaka@explosives.gov.bd

ভূমিকা:

বিস্ফোরণ ও অগ্নি-দুর্ঘটনাপ্রবণ বিপজ্জনক পদার্থ, যেমন-বিস্ফোরক, সংকুচিত গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্জ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্জ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিশোধন, আমদানি, মজুদ, পরিবহন/সঞ্চালন ও ব্যবহারের সময় যাতে দুর্ঘটনা ঘটে জন-জীবন, জাতীয় সম্পদ ও পরিবেশ বিনষ্ট না হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনাদির ঈপ্সিত মেয়াদ পূরণ করতে পারে তদোদ্দেশ্যে বিপজ্জনক পদার্থের উক্তরূপ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তর (Department of Explosives) সৃষ্টি ও লালন করা হচ্ছে।

পূর্ব-ইতিহাস: ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষে ২৬-২-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে The Indian Explosives Act জারি করা হয়। সেই সময় বিভিন্ন বিস্ফোরক মজুদাগারে ও বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় ক্রমাগত বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটতে থাকে। ফলে, ব্রিটিশ সরকার Her Majesty`s Chief Inspector of Explosives, UK এর অনুমোদনক্রমে পশ্চিমবঙ্গের ইসাপুরে বারুদের কারখানায় একজন সুপারিনটেনডেন্ট ও কিরকি (kirkee) তে Chief Inspector of Explosives নিয়োগ করেন। তৎকালে উক্ত কর্মকর্তাদ্বয় ব্রিটেনের Her Majesty`s Chief Inspector of Explosives দ্বারা পরিচালিত হতেন। এরূপ ব্যবস্থায় সন্তোষজনকভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন কর্তৃপক্ষ (Independent Authority) হিসেবে Chief Inspector of Explosives in India নিয়োগ করেন এবং তাঁর অধীনে বিস্ফোরক পরিদর্শক (Inspector of Explosives) নিয়োগ করে Department of Explosives এর সূচনা করেন। পরবর্তীতে উক্ত দপ্তর সমগ্র ভারতে অফিস পরিচালনা করে। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক এর পদবি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন ইন্ডিয়া এর স্থলে Her Majesty`s Chief Inspector of Explosives in India রাখা হয়। পরবর্তীতে ভারত এবং পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর 'হার ম্যাজিস্টিজ' কথাটি বাদ দিয়ে চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন ইন্ডিয়া এবং 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন পাকিস্তান' রাখা হয়। অনুরূপভাবে, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন পাকিস্তান' এর স্থলে 'চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস ইন বাংলাদেশ' করা হয়।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বিস্ফোরক পরিদপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। পাকিস্তান আমলে এই দপ্তরটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ দপ্তরটি শিল্পমন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল। পরবর্তীতে দপ্তরটি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। পাকিস্তান এবং ভারতে অনুরূপ দপ্তর দু'টো শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পেট্রোলিয় আইন, ২০১৬ ও পেট্রোলিয়াম রুল্‌স ১৯৩৭ এর পূর্ব-ইতিহাস : ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে দপ্তর প্রধান করে ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপ্লোসিভস গঠন করা হয়। সে সময়ে বিস্ফোরক ছাড়াও বিভিন্ন দাহ্য তরল হতে অগ্নি-দুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ সংঘটিত হওয়ার কারণে এবং বিস্ফোরক ব্যতীত অন্য সকল অগ্নি-দুর্ঘটনা ও বিস্ফোরণ প্রবণ রাসায়নিক দ্রব্যের নিরাপদ হ্যান্ডলিং ও জনসাধারণের জানমাল রক্ষার স্বার্থে ১৭-২-১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৮৯৯ (VIII OF 1899) জারি করা হয়। সে সময়ে প্রচলিত কার্বাইড অব ক্যালসিয়াম রুলস্‌কে এ আইনের আওতায় আনা হয়।

১৯০৪ এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট ও উক্ত অ্যাক্টের আওতায় জারিকৃত পেট্রোলিয়াম রুল্‌স প্রয়োগের জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শককে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সে সময় বিভিন্ন রাজ্যের জন্য কিছুটা ভিন্নতর পেট্রোলিয়াম রুল্‌স প্রচলিত ছিল।

বিভিন্ন রাজ্যের আইনের তারতম্যের কারণে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের জটিলতা দেখা দিত। উক্ত জটিলতা নিরসনের জন্য প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট রহিত করে এবং বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যমান পেট্রোলিয়াম আইন রহিত করে সমগ্র ভারতের জন্য একটি একক আইন প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এবং পূর্বে প্রচলিত পেট্রোলিয়াম বিধিগুলো রহিত করে ৩০-৩-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭ জারি করা হয়। ১৮-৩-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এর আওতায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড রুল্‌স জারি করা হয়। উক্ত আইন এবং বিধিমালাগুলো বিভিন্ন সময়ে সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগি করা হলেও ঐতিহ্যের কথা বিবেচনা করে উক্ত আইনসমূহের এবং বিধিমালার নামকরণের পরিবর্তন করা হয়নি।

ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানে ন্যাচারাল গ্যাস আবিষ্কৃত হওয়ার পর উক্ত গ্যাস পরিবহণের জন্য পাইপলাইন স্থাপনের প্রয়োজনিয়তা দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাইপলাইনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ১৯৩৪ এর আওতায় ন্যাচারাল গ্যাস সেফ্‌টি রুল্‌স ১৯৬০ জারি করা হয়। উক্ত বিধিমালাটি সংশোধনীর মাধ্যমে হালনাগাদ করে প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৪ পর্যন্ত সংশোধিত) জারি করা হয়। সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৩৪ রহিত করে ১১ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৬ জুলাই, ২০১৬ তারিখে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ জারি করা হয়েছে।

বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ ও বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৫ এর পূর্ব-ইতিহাস: গ্রেট ব্রিটেনে বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে Explosives Act, 1875 জারি করা হয়। উক্ত আইন দ্বারা গ্রেট ব্রিটেনে বারূদ ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রিত হতো। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন বিস্ফোরক ম্যাগাজিন ও বিস্ফোরক ব্যবহারের বিভিন্ন খনিতে ক্রমাগত বিস্ফোরণ ঘটার কারণে তদানিন্তন ব্রিটিশ সরকার ২৬-২-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ জারি করেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপ্লোসিভস কার্যক্রম শুরু করার পর তৎকালে চীফ ইন্সপেক্টর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯১৮ জারিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিস্ফোরক দ্রব্যের উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, ব্যবহার ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার স্বার্থে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বিস্ফোরক বিধিমালা জারি করা হয়। বিস্ফোরকের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিস্ফোরক বিধিমালাটি সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের বিস্ফোরক বিধিমালা রহিতকরণপূর্বক বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯৪০ জারি করা হয়। উক্ত বিস্ফোরক বিধিমালা, ১৯৪০ প্রায় ৬৫ বছর কার্যকর ছিল। নতুন নতুন বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক আবিস্কার হওয়ার কারণে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এবং এ উপ-মহাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিস্ফোরক সংক্রান্ত নিরাপত্তা বিষয়ক আইনের বিধি-বিধান পর্যালোচনা করে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের বিস্ফোরক বিধিমালা রহিতকরণপূর্বক বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক জারিকৃত গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং এম-১২৭২ (১), তারিখ: ২৮-০৯-১৯৩৮ এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রজ্ঞাপন নং এস.আর.ও. নং ৩৩ন-আইন/৮৯, তারিখ: ০৩/১০/১৯৮৯ দ্বারা কোনো আধারে সংকুচিত অবস্থায় বা তরল অবস্থায় কোনো গ্যাস রাখা হলে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় উক্ত গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডারকে বিস্ফোরক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৪০ জারি করা হয়। পরবর্তীতে, উক্ত বিধিমালাটি সংশোধনপূর্বক গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ জারি করা হয়। উক্ত বিধিমালা দ্বারা সকল ধরনের গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হতো। পরবর্তীতে বাংলাদেশে এলপিজি কার্যক্রম ও সিএনজি'র কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের নির্দেশে এলপিজি ও সিএনজি'র ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ক আইনকানুন সুনির্দিষ্ট করে বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর আওতায় তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ ও সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়।

২। বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক প্রশাসিত আইন ও বিধিমালাসমূহঃ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বাণিজ্যিক বিস্ফোরক, প্রাকৃতিক গ্যাস, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, পেট্রোলিয়াম ও অন্যান্য প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ ইত্যাদি উৎপাদন/তৈরি, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন/সঞ্চালন, মজুদ ব্যবহার ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিত আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ ও প্রশাসনের মাধ্যমে করে থাকে:

১. বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ (১৯৮৭ পর্যন্ত সংশোধিত)	
২. বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪	১. এর আওতায় প্রণীত
৩. গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)	
৪. গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ (২০০৪ পর্যন্ত সংশোধিত)	
৫. তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪	
৬. সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫	
৭. এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮	
৮. পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬	৮. এর আওতায় প্রণীত
৯. পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮	
১০. কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩	
১১. প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত)	

৩। বিধিবদ্ধ দায়িত্ব :

বিস্ফোরক পরিদপ্তর অনুচ্ছেদ নং ২ এ উল্লিখিত আইনসমূহ ও তদধীন প্রণীত বিধিমালাসমূহ প্রয়োগ ও প্রশাসনের নিমিত্তে নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করে:

৩.১। **বিস্ফোরক বিধিমালা, ২০০৪:** প্রধানত: বাংলাদেশে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান কাজে নিয়োজিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহ কর্তৃক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান এবং আহরণে ব্যবহার্য বাণিজ্যিক বিস্ফোরক মজুদের ম্যাগাজিনের সাইট, লে-আউট নকশা অনুমোদন, বিস্ফোরক মজুদ বা অধিকারে রাখা, বিস্ফোরক আমদানি, পরিবহনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তাছাড়াও বিস্ফোরক আইনের অধীনে কোন ধরনের বিস্ফোরক বাংলাদেশে ব্যবহার এবং আমদানি করা হবে, সেবিষয়ে প্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিস্ফোরক মজুদের সাইট, লে-আউট নকশা অনুমোদনপূর্বক পরিদর্শন করে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় এবং সময় সময় (Periodic) লাইসেন্সকৃত ম্যাগাজিন পরিদর্শন করা হয়। তাছাড়া ম্যাগাজিনে ব্যবহার অনোপযোগি বা বিপজ্জনক বিস্ফোরকের পদ্ধতি নির্ধারণ করে বিনষ্টকরণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৩.২। **গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১:** কোনো ধাতব আধারে কোনো গ্যাস সংকুচিত বা তরলীকৃত অবস্থায় থাকলে উক্ত গ্যাসপূর্ণ আধার জানমালের জন্য বিপজ্জনক বিধায় সরকার বিস্ফোরক অ্যাক্ট, ১৮৮৪ এর অধীন গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডারকে বিস্ফোরক মর্মে গণ্য করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। পরবর্তীতে, গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ জারি করা হয়। গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের জন্য অন্যূন ৫০০ মিলিলিটার কিন্তু অনোর্ধ্ব ১০০০ লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ধাতব আধারকে সিলিন্ডার এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালার অধীন প্রধান কার্যাবলির মধ্যে যেকোনো ধরনের খালি বা গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার আমদানি, সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে কোন ধরনের বা কোন স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের গ্যাস সিলিন্ডার ও ভাল্ভ আমদানি ও ব্যবহার করা হবে, সেমর্মে প্রাধিকার প্রদান করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানার অনুমতি প্রদান করা হয়। প্রতিটি বট্‌লিং প্লান্টে সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্যাস সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানা, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র, গ্যাস ভর্তির বট্‌লিং প্লান্ট নির্দিষ্ট

সময় অন্তর অন্তর পরিদর্শন করা হয়। স্থায়ী গ্যাস, সংকোচিত গ্যাস, তরলীকৃত গ্যাস, বিষাক্ত গ্যাস সহ বিভিন্ন ধরনের গ্যাস সার্ভিসের সিলিন্ডারের পর্যায়বৃত্ত পরীক্ষণের ধরন ও মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।

৩.৩। **গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫:** গ্যাসপূর্ণ ধাতব আধারকে বিস্ফোরক হিসেবে ঘোষণা প্রদান এবং বিস্ফোরক অ্যাক্টের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ জারী করে। ১০০০ লিটারের বেশি জলধারন ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ধাতব আধার যা গ্যাস মজুদ বা পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় তাদেরকে এ বিধিমালায় গ্যাসাধার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। গ্যাসাধার বিধিমালার আওতায় প্রধান কার্যাবলির মধ্যে গ্যাসাধার আমদানির পারমিট, গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদ, রোড ট্যাংকারের মাধ্যমে গ্যাসাধারে গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া গ্যাসাধারের কতদিন অন্তর কী ধরনের পর্যায়বৃত্ত (Periodic) পরীক্ষণ করা হবে, তা নির্ধারণ করা হয়। গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের লাইসেন্সকৃত স্থাপনা এবং গ্যাস পরিবহন যান সময় সময় পরিদর্শন করা হয়।

৩.৪। **তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪:** এলপি গ্যাস পূর্বে গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা, ১৯৯১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু এলপি গ্যাস ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বতন্ত্র বিধিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে, সরকার বিস্ফোরক অ্যাক্টের অধীন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ জারি করে। এ বিধিমালার আওতায় প্রধান কার্যাবলির মধ্যে আধারে গ্যাস মজুদ ও সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তি, এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশনের অনুমোদন, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদ, রোড ট্যাংকারের মাধ্যমে গ্যাসাধারে এলপি গ্যাস পরিবহনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত অনুমোদনের পূর্বে মজুদাগার/স্থাপনা/রিফুয়েলিং স্টেশন ও রোড ট্যাংকার পরিদর্শন করা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে লাইসেন্সকৃত মজুদ স্থাপনা ও এলপিজি পরিবহন যানগুলি পরিদর্শন করা হয়। প্রতিটি এলপিজি বটলিং প্লান্টে সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

৩.৫। **সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা, ২০০৫:** যানবাহনে প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সিএনজি এর প্রচলন শুরু হওয়ায় সরকার কর্তৃক বিস্ফোরক অ্যাক্টের অধীন সিএনজি বিধিমালা, ২০০৫ জারি করা হয়। এ বিধিমালায় প্রধানতঃ স্বয়ংক্রিয় যানের ইঞ্জিনকে সিএনজি দ্বারা চালানোর রূপান্তর প্রক্রিয়া, রূপান্তর সরঞ্জামাদির মান, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন রূপান্তর সরঞ্জাম, সিলিন্ডার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানি, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের স্থাপন পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। এ বিধিমালায় সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের লে-আউট নকশা অনুমোদন এবং পরিদর্শনপূর্বক নিরাপত্তা বিধিবিধান পরিপালন সাপেক্ষে রিফুয়েলিং স্টেশনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

৩.৬। **পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮:** পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট, ২০১৬ এবং পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ এ পেট্রোলিয়াম অর্থ তরল হাইড্রোকার্বন বা হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ এবং তরল হাইড্রোকার্বন সম্বলিত দাহ্য মিশ্রণ (তরল, আঠালো বা কঠিন) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বিধিমালার অধীন পেট্রোলিয়াম বা প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ আমদানি, মজুদাগারে মজুদ, পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশনের অনুমোদন, স্থল/জলপথে ট্যাংকারে পেট্রোলিয়াম পরিবহন, পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি/প্লান্টের লাইসেন্স/অনুমোদন, পেট্রোলিয়াম ট্যাংকের বজ্রবহ (earthing) পরীক্ষণ এবং পেট্রোলিয়াম তৈলবাহী ট্যাংকারের/স্ক্র্যাপ ভেসেল এর ট্যাংকে লোক প্রবেশ এবং অগ্নিময় কার্যের (hotwork) উপযোগিতা যাচাইপূর্বক গ্যাসমুক্ত পরীক্ষণ সনদ প্রদান করা হয়।

৩.৭। **কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩:** ক্যালসিয়াম কার্বাইড প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ (Inflammable solid) যা পানির সংস্পর্শে অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন করে। উক্ত গ্যাসের প্রজ্বলনীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে কার্বাইডের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন কার্বাইড বিধিমালা, ২০০৩ জারি করা হয়। এ বিধিমালার অধীন কার্বাইড আমদানি, পরিবহনের অনুমোদন এবং অ্যাসিটিলিন গ্যাস জেনারেশন প্ল্যান্ট এবং তৎসংযুক্ত মজুদাগারে কার্বাইড মজুদের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

৩.৮। **প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১:** উচ্চ চাপ বিশিষ্ট গ্যাস পাইপলাইনের ডিজাইন, নির্মাণ, পাইপ লাইনের Route Alignment, পরীক্ষণ, ক্ষয়রোধ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণের জন্য পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা, ১৯৯১ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়। এ বিধিমালার অধীন উচ্চ চাপবিশিষ্ট (প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে ৭ কেজি বা ততোধিক চাপে) প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের অনুমোদন এবং অনুমোদন অনুসারে স্থাপনের পর চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্ছিদ্রতা যাচাই পরীক্ষণ সম্পন্ন করা হলে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৩.৯। **এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮:** এমোনিয়াম নাইট্রেট বিস্ফোরক তৈরির উপাদান। এমোনিয়াম নাইট্রেট সার হিসেবে, খনিতে এমোনিয়াম নাইট্রেট ফুয়েল (ANFO) বিস্ফোরক তৈরিতে এবং মেডিকেল নাইট্রাস অক্সাইড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। উক্ত রাসায়নিক পদার্থের মজুদ, উৎপাদন, ব্যবহার ও পরিবহনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়।

৪। দপ্তরের কার্যাবলি:

৪.১। লে-আউট, সাইট ও নির্মাণ নকশা নিরীক্ষণ ও অনুমোদন:

* বিস্ফোরক মজুদ প্রাঙ্গণ বা ম্যাগাজিন
* সিলিন্ডারে গ্যাস(এলপিজি, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিণ, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া) গ্যাস ভর্তির প্লান্ট
* গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার (এলপিজি ও এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস)
* সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন
* এলপিজি রিফুয়েলিং স্টেশন (অটো-গ্যাস স্টেশন)
* পেট্রোলিয়াম স্থাপনা/ডিপো
* পেট্রোলিয়াম মজুদাগার
* পেট্রোলিয়াম পরিবহণের ট্যাংকলরি, বিস্ফোরক পরিবহনের রোড ভ্যান, এলপিজি পরিবহণের রোড ট্যাঙ্কার,সংকুচিত গ্যাস/ক্রায়োজেনিক তরল পরিবহনের রোড ট্যাঙ্কার
* পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশন
* অ্যাসিটিলিন গ্যাস জেনারেশন প্লান্ট সংযুক্ত/স্বতন্ত্র ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার

৪.২। লাইসেন্স প্রদান:

* অনুচ্ছেদ ৪.১ এ উল্লিখিত প্রাঙ্গণ/ইউনিট/যান এর লাইসেন্স প্রদান।
* বিস্ফোরক আমদানির লাইসেন্স/পারমিট
* বিস্ফোরক পরিবহনের লাইসেন্স
* গ্যাস সিলিন্ডার আমদানির লাইসেন্স
* গ্যাসাধার আমদানির পারমিট

৪.৩। অনুমোদন প্রদান:

* পেট্রোলিয়াম রিফাইনারি/ব্লেন্ডিং প্লান্টের অনুমোদন
* পর্যাবৃত্ত পরীক্ষণের জন্য সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমোদন
* সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানার অনুমোদন
* উচ্চচাপ গ্যাস পাইপলাইনের গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদন

৪.৪। **অনাপত্তি প্রদান:**

* সিএনজি কিট ও যন্ত্রপাতি আমদানি
* পেট্রোলিয়াম শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত প্রজ্বলনীয় তরল আমদানি
* ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানি
* পটাশিয়াম ক্লোরেট, রেড ফসফরাস, সালফার, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, পটাশিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, নাইট্রোসেলুলোজ আমদানি

৫। **পরীক্ষণ:**

১. বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নিজস্ব পরীক্ষাগারে বিস্ফোরক, বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণ।
২. বিস্ফোরক ম্যাগাজিন, পেট্রোলিয়াম ডিপো ও গ্যাসাধারের বজ্রবহ পরীক্ষণ।
৩. উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা, চাপসহন ক্ষমতা ও নিশ্ছিদ্রতা পরীক্ষণ।
৪. পেট্রোলিয়াম তৈলবাহী ট্যাংকারের ট্যাঙ্কে লোক প্রবেশ ও অগ্নিময় কার্যের উপযোগিতা যাচাই/পরীক্ষণ।

৬। **অনুমতি/সম্মতি প্রদান:**

* বিস্ফোরক ম্যাগাজিনে ব্যবহারের অনুপযোগী বা বিপজ্জনক বিস্ফোরকের বিনষ্টকরণ প্রক্রিয়া/পদ্ধতি নির্ধারণ ও বিনষ্টকরণের সম্মতি প্রদান।
* বাংলাদেশে খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান, চুনাপাথর ও কয়লা খনিতে বিস্ফোরক ব্যবহারকারি শুটারদের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক সনদপত্র প্রদান করা হয়।

৭। **পরিদর্শন:**

* বিস্ফোরক তৈরির কারখানা, মজুদের ম্যাগাজিন, পরিবহন যান ও ব্যবহারের ক্ষেত্র ইত্যাদি ।
* গ্যাস সিলিন্ডারর/গ্যাসাধার নির্মাণ কারখানা, সিলিন্ডার/গ্যাসাধারে গ্যাস ভর্তির স্টেশন, গ্যাসপূর্ণ সিলিন্ডার মজুদাগার, গ্যাসাধার স্থাপনা, সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি।
* গ্যাস ফিল্ড, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ পস্নান্ট, উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনে কম্পেসার ও রেগুলেটর স্টেশন, চাপ প্রশমন ব্যবস্থা, ভাল্বস্টেশন, গ্যাস পাইপ লাইনের ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা ইত্যাদি।
* পেট্রোলিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার, পেট্রোলিয়াম মিশ্রণাগার, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ মজুদ স্থাপনা/মজুদাগার, পেট্রোলিয়াম ডিপো, পেট্রোলিয়াম পরিবাহী যান/অয়েল ট্যাংকার ইত্যাদি
* ক্যালসিয়াম কার্বাইড মজুদাগার ও উহা হতে উৎপন্ন এ্যাসিটিলিন গ্যাস প্লান্ট ইত্যাদি, এবং
* উপরোল্লিখিত পদার্থ ছাড়া অন্যান্য বিপজ্জনক পদার্থ, যেমন-পটাশিয়াম ক্লোরেট, ফসফরাস, সালফার ইত্যাদি মজুদাগার, ব্যবহার ও উৎপাদন কেন্দ্র, যেমন-ম্যাচ ফ্যাক্টরী, কেমিক্যাল প্লান্ট ইত্যাদি পরিদর্শন।

৮। **তদন্তানুষ্ঠান:**

* বিস্ফোরক, গ্যাস সিলিন্ডার, গ্যাসাধার, গ্যাস পাইপলাইন বা উহার আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ বা অন্যকোনো বিপজ্জনক পদার্থ হতে সৃষ্ট দুর্ঘটনার কারিগরি তদন্ত করা ।

৯। **বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন:**

* ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য অ্যাক্ট ও ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন মামলার বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষা এবং বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান ।
* ১৮৭৮ সালের আর্মস অ্যাক্টের অধীন কতিপয় লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষজ্ঞের সেবা প্রদান ।

১০। **উপদেষ্টার সেবা প্রদান:**

* জন-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বিপজ্জনক পদার্থ (বিস্ফোরক, গ্যাস, পেট্রোলিয়ামসহ প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ, এলপিজি, ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারকপদার্থ ইত্যাদি) সংক্রান্ত নিরাপত্তা (safety) আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন/সংশোধনের বিষয়ে সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ।

* বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপত্তা বিধি-বিধান প্রণয়ন ও হালনাগাদ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও বিদেশী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।
* রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, গ্যাস বিতরণ ও বিপণন কোম্পানি প্রভৃতি সংস্থাকে বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপদ ব্যবহার, হ্যান্ডলিং, মজুদ ও পরিবহনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান।

১১। জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর। এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মহাকরণ সচিবালয়, ফেজ-২, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় অবস্থিত। প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ বিস্ফোরক পরিদপ্তরের দপ্তর প্রধান। দপ্তরের মোট জনবল ১০৪ জন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ৩১টি, ২য় শ্রেণির পদ ০২, ৩য় শ্রেণির পদ ৪৮টি ও চতুর্থ শ্রেণির ২৩টি পদ রয়েছে।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের পাঁচটি বিভাগীয় অফিস চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালে অবস্থিত।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিধিবদ্ধ কাজের পরিধি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ১১১৫টি পদ সৃষ্টির প্রস্তাব ও সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি অনুমোদন হলে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের সঠিক প্রয়োগ ও প্রশাসন এবং দপ্তরের তদারকি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

১২। রাজস্ব আয় ও ব্যয়:

বিস্ফোরক পরিদপ্তর রাজস্ব আদায়কারী প্রতিষ্ঠান নয়। অনুচ্ছেদ নং ২ এ বর্ণিত নিরাপত্তা আইন ও বিধিমালাসমূহের প্রশাসনের মাধ্যমে জনসাধারণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এ দপ্তরের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। যদি এ দপ্তরটি সফলতার সাথে কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে, তবে মানব জীবন ছাড়াও কোটি কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার হাত হতে রক্ষা পেতে পারে। অধিকন্তু, লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য প্রকার ফি হিসেবে এ দপ্তর একটি উল্লেখযোগ্য অংকের রাজস্ব উপার্জন করে থাকে। আয় ব্যয়ের হিসেবে বর্তমানে এ দপ্তর একটি স্বয়ম্বর সংস্থা।

বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	আয় (টাকা)	ব্যয় (টাকা)
২০২০-২০২১	৭,২৩,৫৩,০০০	৩,২৪,৮৯,০০০

১৩। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কার্যক্রম:

ক্রমিক সংখ্যা	সম্পাদিত কাজের বিবরণ	অর্থ বৎসর ২০২০-২০২১
০১	প্রাপ্ত পত্রাদির সংখ্যা	৩৪,৪০৮
০২	জারিকৃত পত্রাদির সংখ্যা	৩১,০৬৭
০৩	বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষান্তে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত প্রদানের প্রতিবেদনের সংখ্যা	৩৮৯
০৪	ম্যাগাজিনে বিস্ফোরক মজুদের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুরের সংখ্যা (২২ ফরমে)	৩
০৫	শর্ট ফায়ারার্স এর পারমিট মঞ্জুর	-
০৬	আমদানিকৃত এলপিজি সিলিন্ডারের সংখ্যা	৬,১৩,৩২৩
০৭	আমদানিকৃত কম্পোজিট এলপিজি সিলিন্ডারের সংখ্যা	১,৮৪,৬৪৭
০৮	আমদানিকৃত এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য সিলিন্ডারের সংখ্যা	৩,০১,১৯০
০৯	সিএনজি কিটস্ ও যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তিপত্রের সংখ্যা	২৯
১০	অনুমতিপ্রাপ্ত দেশে তৈরি এলপিজি সিলিন্ডার বাজারজাতকরণের সংখ্যা	৩৫,০০,৮২৯

১১	সিলিন্ডার পরীক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	০
১২	সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (‘ঙ’ ফরমে)	৬
১৩	এলপিজি সিলিন্ডার নির্মাণ কারখানা	৩
১৪	গ্যাসাধারে গ্যাস মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (‘ঘ’’ ফরমে)	৩৫
১৫	গ্যাসাধারে মেডিকেল অক্সিজেন মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (‘ঘ’’ ফরমে)	৫০
১৬	এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা (‘চ’ ফরমে)	৫৭২
১৭	রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে এলপিজি সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্সের সংখ্যা (‘ঞ’ ফরমে)	২
১৮	গ্যাসাধারে এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা (‘গ’ ফরমে)	৪
১৯	গ্যাসাধারে এলপিজি পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা (‘জ’ ফরমে)	৭
২০	বিস্ফোরক আমদানির লাইসেন্সের সংখ্যা	৭
২১	বিস্ফোরক পরিবহনের লাইসেন্সের সংখ্যা	১২
২২	ফ্যাক্টরী/ইন্ডাস্ট্রিজ এ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্তে সালফার আমদানির পরিমাণ (অনাপত্তির সংখ্যা ২৮৮)	৪৯,১৩৯ মেট্রিক টন
২৩	গ্যাসাধার আমদানির সংখ্যা (পারমিট ৫১টি)	১৭৪
২৪	ক্যালসিয়াম কার্বাইড আমদানির পরিমাণ (অনাপত্তিপত্রের সংখ্যা ১০টি)	৪৭২.৫০ মেট্রিক টন
২৫	নন-স্ট্যান্ডার্ড সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির সংখ্যা (অনুমতিপত্রের সংখ্যা ২৯টি)	৫,৬২৮
২৬	পেট্রোলিয়াম মজুদের মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (‘ট’, ‘ঠ’, ‘ঞ’ এবং ‘ঝ’ ফরমে)	৩৪১
২৭	এম/এল ফরম লাইসেন্সের অধীন প্রজ্বলনীয় তরল পদার্থ (কেমিক্যাল) আমদানির অনাপত্তি প্রদানের সংখ্যা	৫,৯০৯
২৮	স্থলপথে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (‘ঢ’ ফরমে)	৬২
২৯	জলপথে বাল্কে পেট্রোলিয়াম পরিবহনের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (‘ড’ ফরমে)	১৫
৩০	ভাসমান বার্জে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা (স্পেশাল ফরমে)	০
৩১	লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণ/রিফুয়েলিং স্টেশন/স্থাপনা/জলযান/স্থলযান ইত্যাদি পরিদর্শনের সংখ্যা	১,৬৪২
৩২	পেট্রোলিয়াম ট্যাঙ্কে মানুষ প্রবেশ ও অগ্নিময় কাজের উপযোগিতা যাচায়ের উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত ট্যাঙ্কের সংখ্যা	৯,৮৩৩
৩৩	গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপনের অনুমোদনের সংখ্যা	৮৩
৩৪	অনুমোদিত গ্যাস পাইপ লাইনে গ্যাস সঞ্চালনের অনুমোদনের সংখ্যা	১০৫
৩৫	এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের লাইসেন্সের সংখ্যা (‘ঙ’ ফরমে)	০১
৩৬	এলপিজি (অটোগ্যাস) ফিলিং স্টেশনের লাইসেন্সের সংখ্যা (‘ঙ’ ফরমে)	৯৯
৩৭	সিএনজি সিলিন্ডার পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা	০

১৪। আইন/বিধিমালা (Statutory Instrument) হালনাগাদকরণঃ-

(ক) ১৯৩৪ সালের পেট্রোলিয়াম আইনকে অধিকতর সংশোধন/সংযোজন করে পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ হিসেবে জারি হয়েছে।

(খ) পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭কে অধিকতর সংশোধন/সংযোজন ও যুগোপযোগি করে পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ জারি হয়েছে।

(গ) তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন করে হালনাগাদ করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত গেজেট আকার প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে রেটিকুলেটেড পদ্ধতি ও যানবাহনে এলপিজি

রূপান্তর কার্যক্রম, রূপান্তর সরঞ্জামাদির মান, সিলিন্ডার ও টেকনোলজি অন্তর্ভূক্ত করে বিধিমালাটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা হয়েছে।

(ঘ) এমোনিয়া নাইট্রেট একটি বিস্ফোরক। উক্ত রাসায়নিক পদার্থটি মজুদ, উৎপাদন, ব্যবহার ও পরিবহনের জন্য উপমহাদেশীয় বিধির আলোকে এমোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা, ২০১৮ জারি হয়েছে।

(ঙ) এল.এন.জি আমদানি, মজুদ, পরিবহনের জন্য সরকার ইতোমধ্যে মহেষখালীতে টার্মিনাল ও পাইপলাইন নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে। উক্ত স্থানে নিরাপদ মজুদ, পরিবহন ও ব্যবহারের জন্য একটি বিধিমালা প্রণয়ন করার কাজ এ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।

(চ) গ্যাসাধার ও সিলিন্ডার এর ৪টি আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনকে বাংলাদেশে প্রয়োগের জন্য অনুমোদন।

১৫। অন্যান্য অর্জন:

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কোনো নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি ছিল না। সম্প্রতি গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ঢাকা মহানগরের আগারগাঁও- এ ১০ কাঠার একটি প্লট পাওয়া গিয়েছে। যা এ দপ্তরের অনুকূলে রেজিস্ট্রিও সম্পন্ন হয়েছে।

১৬। প্রশিক্ষণ:

ক্রঃ নম্বর	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার বিষয়
১	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।
২	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।
	সেবা সহজিকরণ কর্মশালায় মনোনয়ন
৩	অনুষ্ঠিতব্য “জাতীয় তথ্য বাতায়ন বিষয়ক” প্রশিক্ষণ
৪	Occupational Safety, Health and Environmental Manageme এবং Capacity Enhancement to Facilitate Service (সেবা সহজিকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি) সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
৫	iBAS++Budget Preparation
৬	ইনোভেশন কর্মশালায় অংশগ্রহণ
৭	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
৮	এপিএ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
৯	এপিএ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এপিএএমএস) সফ্টওয়্যার বিষয়ক
১০	২০২০-২১ অর্থবছরের উদ্ভাবনী কর্মশালা
১১	Data Analysis using Microsoft Excel & Google Sheets প্রশিক্ষণ কোর্স
১২	ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
১৩	ই-নথি ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ
	উদ্ভাবনী কর্মশালায় অংশগ্রহণ
১৪	উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
১৫	ওয়েব পোর্টাল ও ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১৬	২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে প্রমাণক প্রস্তুত ও দাখিলের বিষয়ে অনলাইন প্রশিক্ষণ
১৭	সরকারি অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ
১৮	নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

১৭। দুর্ঘটনার তদন্ত:

এলপিজি এবং এলপিজি ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস সিলিন্ডার, পেট্রোলিয়াম, সিএনজি এবং গ্যাস পাইপলাইন সংক্রান্ত সংঘটিত দুর্ঘটনার তদন্ত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার স্থান, কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	শিরোনাম ও তারিখ	দূর্ঘটনার স্থান	দূর্ঘটনার কারণ	ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ
০১	পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ০২/৯/২০২০	চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গার লালদিয়ার চর এলাকায় ইনকনট্রেড কনটেইনার ডিপোতে	ট্যাংকটি ওয়েল্ডিং করার পূর্বে অয়েল ট্যাংকটি ভালভাবে পরিস্কার না করে এবং ট্যাংকের ফুয়েল ভর্তির মুখ বন্ধ রেখে গ্যাস ওয়েল্ডিংয়ের কাজ শুরু করায় ট্যাংকের ভেতরে গ্যাস জমা হতে থাকে। জমাকৃত গ্যাসের অত্যাধিক চাপের ফলে আগুনের সংস্পর্শে এসে ট্যাংকটি বিস্ফোরিত হয় এবং ট্যাংকের তলানীতে জমাকৃত ডিজেল অগ্নিকান্ডের সহায়ক ভূমিকা পালন করায় দূর্ঘটনাটি ঘটেছে।	০৪ জন নিহত এবং ০৩ জন আহত হয়েছে।
০২	পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ২৩/৪/২০২১	ঢাকা মহানগরের পুরান ঢাকার আরমানিটোলা এলাকায় অবস্থিত হাজী মুসা ম্যানশন নামক আবাসিক ভবন।	উক্ত স্থানে প্রাপ্ত রাসায়নিক পদার্থসসূহ কোনো প্রজ্জ্বলনীয় রাসায়নিক পদার্থ নয় এবং পেট্রোলিয়াম শ্রেণির অর্ন্তভুক্তও নয়। পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ২০১৮ বা পেট্রোলিয়াম আইন, ২০১৬ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন বিপজ্জনক পদার্থ প্রশাসনের ক্ষমতা বিস্ফোরক পরিদপ্তরের নেই।	০৪ জন নিহত এবং ২০ জন চিকিৎসাধীন ছিলেন।
০৩	পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ১৫/৫/২০২১	চট্টগ্রাম জেলার বাকলিয়া থানাধীন ভরা পুকুর পাড় এলাকায় অবস্থিত বহুতল ভবন।	মদ বা অ্যালকোহল হলো Flammable Liquid। অ্যালকোহল বাতাসের সাথে মিশে এক্সপ্লোসিভ মিক্সার তৈরী করে। মদের বোতলের মুখ খোলা অবস্থায় অ্যালকোহল দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে গ্যাস চেম্বারের ন্যায় এক্সপ্লোসিভ মিক্সার তৈরী করে। দরজা জানালা বন্ধ থাকায় বাসায় অবস্থানরত ব্যক্তিদের ব্যবহৃত সিগারেট বা দিয়াশলাই অথবা ইলেকট্রিক সুইচের স্পার্ক থেকে ইগনিশন পেয়ে বিস্ফোরণটি সংঘটিত হয়ে থাকতে পারে। দরজা এবং ঘরের দেয়াল অক্ষত থাকা প্রমাণ করে এটি একটি মৃদু বিস্ফোরণ ছিল এবং ঘরের দুর্বল অংশ (জানালার কাঁচ) ভেদ করে বিস্ফোরণজনিত দূর্ঘটনা ঘটায়।	০৫ জন আহত হয়েছে।

০৪	পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ০৮/৭/২০২১	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানাধীন ভুলতা-কর্ণোপ এলাকায় অবস্থিত হাশেম ফুড বেভারেজ লিমিটেড।	আগুনের সূত্রপাতের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। দূর্ঘটনা কবলিত ভবন হতে আনুমানিক ৫০ মিটার দূরে গ্যাসাধারে কার্বন ডাই অক্সাইড মজুদের নিমিত্তে দুটি গ্যাসাধার স্থাপনকৃত দেখা যায় এবং গ্যাসাধারদ্বয় অক্ষত পরিলক্ষিত হয়। দূর্ঘটনা কবলিত ভবনের পাশে আনুমানিক ১০ মিটার দূরে একটি টিনের চালাবিশিষ্ট ঘর পরিলক্ষিত হয়, যাহাতে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ড্রামে রাখা হয়েছে।	৬ তলা ভবনের সমস্ত মেশিনসহ ভবনটি পুড়ে গিয়েছে। ৫২ জন লোক নিহত হয়েছে। আহত লোকের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি।
০৫	এলপিজি সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ১৬-৯-২০২০	মুন্সীগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন সুখবাসপুর মৌজা এলপিজি গোডাউন	এলপিজি সিলিন্ডার হইতে অগ্নিকান্ড	৪০০০ টি সিলিন্ডার পুড়ে যায়। ৩ টি ট্রাক, ১টি টেম্পো ভস্মীভূত হয়েছে।
০৬	এলপিজি সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ০৪/১২/২০২০	কক্সবাজার জেলার সদর থানাধীন ঈদগাহ কলেজ রোড	বিভিন্ন কোম্পানির বড় এলপি গ্যাস পূর্ণ সিলিন্ডার হতে ছোট সিলিন্ডারে এলপি গ্যাস ভর্তি/রিফিল করার সময় সিলিন্ডার হতে গ্যাস মিশ্রিত হয়ে মজুদাগারে ছড়িয়ে পড়ে। উক্ত মজুদাগারের দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় বিদ্যুতিক সুইচ অন করায় বিস্ফোরণজনিত দূর্ঘটনা ঘটে।	গ্যাস ভর্তি/রিফিল করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ গুরুতর অগ্নি দগ্ধ হয়।
০৭	এলপিজি সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ১১/১/২০২১	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানাধীন কালামপুর	দুর্ঘটনা কবলিত স্থানে ছোট ছোট অনেক টিনের ঘর ছিল। একটি টিনের ঘরে এলপিজি সিলিন্ডারের ভাল্ব এবং রিং নষ্ট হয় বা চুলার সাথে সিলিন্ডারের সংযোগ পাইপের সংযোগস্থলে লিকেজ হয়ে এলপিজি বের হয়ে আবদ্ধ ঘরে জমা হয়। ভোর বেলায় বিদ্যুতিক সুইচ অন করা হলে বিদ্যুতিক সংস্পর্শের মাধ্যমে অগ্নি দূর্ঘটনাটি ঘটে।	প্রায় ৪৫ টি ঘরের টিনসহ আসবাবপত্র এবং অনেক মালামাল পুড়ে যায়।
০৮	এলপিজি সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ২৭/৫/২০২১	চট্টগ্রাম জেলার বন্দর থানাধীন কলসী দিঘির পাড় হাজী ইমাম সাহেব কলনীর বহুতল ভবনের নীচ তলায়	রান্না ঘরে পাওয়া এলপিজি গ্যাস ভর্তির সিলিন্ডারের রেগুলেটর ঠিক ভাবে বন্ধ না করায় সিলিন্ডারের মুখ দিয়ে গ্যাস মিশ্রিত হয়ে গ্যাস জমা হয়। কক্ষটির জানালা বন্ধ থাকায় গ্যাস কক্ষটির বাহিরে বের হতে পারেনি। পরিবারের একজন সদস্য দিয়াশলাই দিয়ে কয়েল জ্বালানোর সাথে সাথে বিস্ফোরণ ঘটে।	পরিবারের ৫ জন্য সদস্য দগ্ধ।

০৯	এলপিজি সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ১৬/৫/২০২১	খুলনা মহানগরীর সদর থানাধীন ইকবাল নগর এলাকা	রেগুলেটর সঠিকভাবে সিলিন্ডারের সাথে সংযোগ প্রদান না করায় সেখান থেকে গ্যাস বের হতে থাকে এবং চুলার সুইচ অন করলে সিলিন্ডারের মুখে আগুন ধরে যায়।	অগ্নি দগ্ধ হয়ে গৃহবধু মারা যায়।
১০	এলপিজি সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ২০/৬/২০২১	গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানাধীন এনসি বাজার নামক স্থানে ৫ তলা ভবনে।	সিলিন্ডারের রেগুলেটর অথবা চুলার চাবির ত্রুটির কারণে এলপি গ্যাস লিকেজ হয়ে আবদ্ধ ঘরে জমা হয়। ঘটনার দিন গৃহীনি চুলা জ্বালালে ইলেকট্রিক স্পার্কের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটে।	৩ জন নিহত এবং আসবাবপত্র ভেঙ্গে যায়।
১১	গ্যাস পাইপলাইন সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ১৭-০২-২০২০	নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানা।	প্রাকৃতিক গ্যাসের চাপ না থাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের চুলা ব্যবহার করা হতো না এবং চুলার চাবি খোলা ছিল। হঠাৎ গ্যাসের চাপ বেড়ে যাওয়ায় আগুন জ্বালানোর সাথে সাথে বিস্ফোরণ ঘটে।	১ জন নিহত হন এবং ৬ জন আহত হন।
১২	গ্যাস পাইপলাইন সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ০৫-০৯-২০২০	বায়তুল সালাত জামে মসজিদ পশ্চিমতল্লা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।	মসজিদের এসি এবং সিলিং ফ্যান চালু অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে যায়। নামাজ শেষে ধর্মীয় আলোচনা চলাকালে বিদ্যুৎ আসলে কোনো একজন মুসল্লী বিদ্যুতের সুইচ অন করামাত্র স্ফুলিঙ্গসহ বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে।	দুর্ঘটনাস্থলে ১ জন শিশু মারা যায় এবং ৫৪ জন মুসল্লী দগ্ধ হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেশির ভাগ মুসল্লী মারা যায়।
১৩	গ্যাস পাইপলাইন সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ৬/১০/২০২০	আরমানিয়ানস্ট্রীট	আরমানিয়ান স্ট্রীট এ বিস্ফোরনে রাস্তাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।সুয়ারেজ লাইনের ঢাকনা এবং ঢাকনা সংলগ্ন এবং রাস্তার কিছু অংশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ঢাকনার নীচে ওয়াসার পানির পাইপ ও তিতাস গ্যাসের পাইপলাইনের কিছু অংশ র‍্যাপিং করা অবস্থায় ছিল। গ্যাসের লাইন লিকেজহয়ে প্রাকৃাতক গ্যাস জমাহয়ে বিস্ফোরণ ঘটে।	৯ জন পথচারী আহত হয়।
১৪	গ্যাস পাইপলাইন সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ২/১/২০২১	নারায়ণগঞ্জ জেলা, আড়াইহাজার থানায় রয়েল রেস্টুরেন্ট এন্ড পার্টি সেন্টার।	রয়েল রেস্টুরেন্টের চুলাগুলো প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা চালানো হয়। রেস্টুরেন্টের কর্মচারীগণ চুলার সাথে যুক্ত গ্যাস পাইপলাইনের ভাল্ব পুরাপুরি বন্ধ না করে রেস্টুরেন্ট বন্ধ করে দেন। গ্যাসের চাপ বেড়ে গ্যাস লিকেজ হয়ে আবদ্ধ রান্না ঘরে বাতাসের সাথে মিশে বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরী করে। বিস্ফোরণের পূর্বে রান্না ঘরের দরজা, জানালা বন্ধ ছিল। বিকালে রান্না ঘরের সুইচ অন করা হলে বৈদ্যুতিক স্পার্ক এর মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটে।	৩ জন আহত হয়। আসবাবপত্র ভেঙ্গে যায়।

১৫	গ্যাস পাইপলাইন সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ২/১/২০২১	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর থানাধীন আমলা পাড়া। ১২/৪/২০২১	কমিউনিটি সেন্টারের রান্না ঘরে প্রাকৃতিক গ্যাসের লাইন ছিল। চুলার চাবি সঠিক ভাবে বন্ধ না করার কারণে আবদ্ধ ঘরে গ্যাস জমা হয়ে বাতাসের অক্সিজেনের সাথে মিশে বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরি করে। রান্না ঘরের ইলেকট্রিক সুইচ অন করার সাথে সাথে স্পার্কের মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটে।	২ জন আহত হয় এবং রান্না ঘরের দরজা-জানালা ভেঙ্গে যায়।
১৬	গ্যাস পাইপলাইন সংক্রান্ত দূর্ঘটনা ২৭/৬/ ২০২১	ঢাকা মহানগরের ৭৯ আউটার সার্কুলার রোড বড় মগবাজারে অবস্থিত রাখী নীড় নামক একটি ৩ তলা ভবন।	বেঙ্গল মিটের চিলাররুমে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। দূর্ঘটনাকবলিত ভবনের নীচ তলা প্রবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইন হতে গ্যাস বেঙ্গল মিটের দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে। দোকানটির অতি আবদ্ধ চিলারুমে প্রাকৃতিক গ্যাসের মিথেন বাতাসের সংমিশ্রণে বিস্ফোরণ গ্যাস দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করে। কোনো উপায় সৃষ্ট অগ্নি-ঝলক এর সংস্পর্শে উক্ত মিশ্রণ ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটায়।	এতে প্রাণহানীসহ যান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

১৯। জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:

এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিস্ফোরক পরিদপ্তর হতে TVC তৈরি করা হয় এবং নিরাপদ গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা সম্বলিত লিফলেট/স্টিকার তৈরি করা হয়। উক্ত TVC এবং লিফলেট/স্টিকার তথ্য মন্ত্রণালয়ের মিডিয়া/ জেলা তথ্য অফিসারের মাধ্যমে প্রচারের জন্য জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জনসচেতনতার উদ্দেশ্যে এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহারে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য দৈনিক ইত্তেফাক ও আমাদের সময় পত্রিকায় প্রেরণ করা হয়। ২৫/১১/২০২০ তারিখ দৈনিক ইত্তেফাক ও ১৭/১২/২০২০ তারিখ আমাদের সময় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে (সংলাগ-ক)।

বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সকল শাখা অফিসে এবং সকল এলপিজি বটলিং কোম্পানীকে তাদের স্ব স্ব ডিলার ডিষ্ট্রিবিউটর এবং তাদের মাধ্যমে এলপিজি সিলিন্ডার নিরাপদে ব্যবহারের নির্দেশনা সংক্রান্ত লিফলেট/স্টিকার ভোক্তাসাধারণের কাছে বিতরণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে (সংলাগ-খ) ।

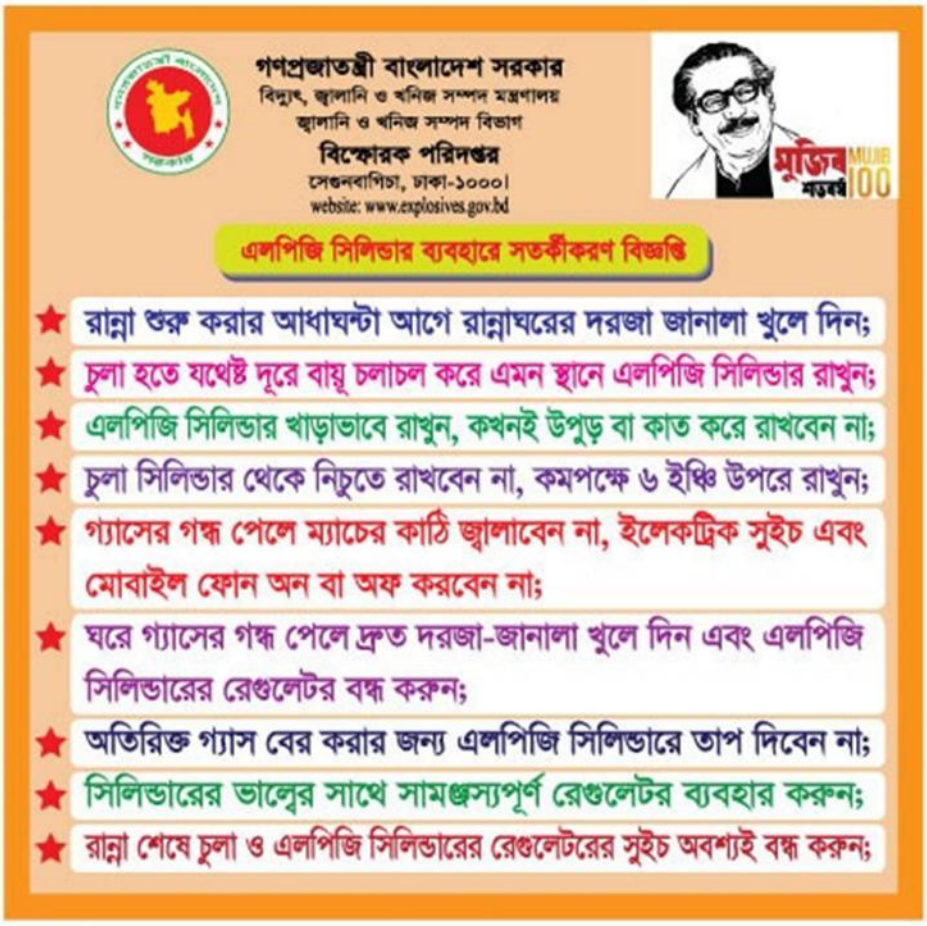
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিস্ফোরক পরিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
website: www.explosives.gov.bd
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহারে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি
রান্না শুরু করার আধাঘন্টা আগে রান্নাঘরের দরজা জানালা খুলে দিন;
চুলা হতে যথেষ্ট দূরে বায়ু চলাচল করে এমন স্থানে এলপিজি সিলিন্ডার রাখুন;
এলপিজি সিলিন্ডার খাড়াভাবে রাখুন, কখনই উপুড় বা কাত করে রাখবেন না;
চুলা সিলিন্ডার থেকে নিচুতে রাখবেন না, কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি উপরে রাখুন;
গ্যাসের গন্ধ পেলে ম্যাচের কাঠি জ্বালাবেন না, ইলেকট্রিক সুইচ এবং মোবাইল ফোন অন বা অফ করবেন না;
ঘরে গ্যাসের গন্ধ পেলে দ্রুত দরজা-জানালা খুলে দিন এবং এলপিজি সিলিন্ডারের রেগুলেটর বন্ধ করুন;
অতিরিক্ত গ্যাস বের করার জন্য এলপিজি সিলিন্ডারে তাপ দিবেন না;
সিলিন্ডারের ভাল্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেগুলেটর ব্যবহার করুন;
রান্না শেষে চুলা ও এলপিজি সিলিন্ডারের রেগুলেটরের সুইচ অবশ্যই বন্ধ করুন;

প্রচারে ঃ

বিস্ফোরক পরিদপ্তর

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

নিরাপদ গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারে করণীয়

১। গ্যাস সিলিন্ডার অন বা চুলা জ্বালানোর আগে দরজা / জানালা খুলুন।

২। আগে ম্যাচের কাঠি জ্বালান তারপর চুলা জ্বালান।

৩। রান্না শেষে প্রথমে চুলা বন্ধ করুন তারপর সিলিন্ডারের সংযোগ বন্ধ করুন।

৪। সোজা / খাড়াভাবে সিলিন্ডার সংরক্ষণ করুন।

৫। বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে সিলিন্ডার সংরক্ষণ করুন।

৬। সিলিন্ডারের ভাল্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেগুলেটর ব্যবহার করুন।

৭। গ্যাসের গন্ধ পেলে লাইট, ফ্যান সহ যাবতীয় ইলেকট্রিক সামগ্রী ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

(আবুল কালাম আজাদ)
প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ২২২২২৫২৫৮